কড়িডোরে প্রতীক্ষায়

কখন আসবে সে, অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি প্রতিদিন,
কড়িডোরের শেষ মাথায়, ক্যান্টিনের ডান কোণা ঘেঁষে ,
একা একা জটলা এড়িয়ে। প্রতীক্ষার অন্য নামই কি নিঃসঙ্গতা !
রোজই সে আসে , ক্লাস শেষে স্যান্ডেলের চটপট শব্দ তুলে
কড়িডোর দিয়ে হেঁটে যায় কমন রুমের দিকে, সোজাসুজি,
কখনো একা, কখনো বা সঙ্গে থাকে কতক সহপাঠিনী।
তাকায়না এদিক ওদিক , কখনো নিচু গলায় কথা বলে
অন্যদের সাথে, বেশী সময় চুপচাপ পার হয় কড়িডোরটা ।

ওর সাথে প্রথম যেদিন চোখাচোখি হয়েছিল সে এক
স্মরণীয় দিন , জীবনের ডায়রিতে লেখা সোনালী অক্ষরে
তারিখটা জ্বলজ্বল। ক্যাম্পাসে সেদিন প্রথম ক্লাস । বেশ ভীড়।
নোটিস র্বোডে টাঙানো রুটিনটা দেখতে গিয়ে
তার সাথে প্রথম দেখা, চোখে চোখে। কথা বলিনি কোন,
সেও দেখছিল রুটিন, টুকে নিচ্ছিল ছোট্ট একটা মেরুন
নোট বুকে, একটা নীল বলপেন দিয়ে । আমি অপলক ওর
চোখ দেখেছি, অন্য কিছুই পড়েনি চোখে। দেখার
প্রয়োজনও ছিলনা , চোখের গভীরে তখন আমি
ডুবে গেছি আকণ্ঠ, আমার হৃদয় তখন আর আমার নয় ।

সেই শুরু। ক্লাসে কড়িডোরে লাইব্রেরীতে কাউন্টারে
ক্যান্টিনের ভীড়ে ওকে দেখেছি কতো বার
সে হিসেব নেই আমার কাছে । যতোবারই দেখেছি, প্রথম দেখার
কথাই মনে পড়েছে বার বার । প্রথম দর্শনেই আমি শায়ক বিদ্ধ,
সে কিন্তু চোখ তুলে আর কোনদিন দেখেনি আমাকে,
আমি আছি এই পৃথিবীতে সেটা ওর কাছে নিতান্ত গুরুত্বহীন,
কোন ভাবনার বিষয়ই নয়। এরকমই মনে হয় আমার ।

প্রতীক্ষায় আছি , যদি কোন দিন আবার চোখা চোখি হয় ,
যদি সে চোখের আলোয় আমার ভালবাসা পড়তে পারে ।

ঢাকা ঃ ২৪-১২-২০০৬ **মুহম্মদ আবদুস সালাম**